বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ১৬ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ
১ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ১৬ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ভোট ঘোষণার পরই রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্যপাল আরএন রবির, তুঙ্গে জল্পনা

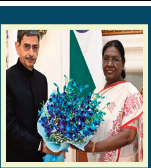

তৈলভাণ্ডারগুলিতে লাগাতার হামলা, 'কালো বৃষ্টি'তে ভিজল ইরান

এবার জনবসতি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের! আবু ধাবিতে মৃত ১

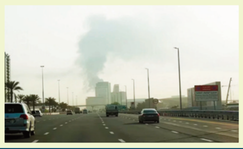

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে
রাজপথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের বাদ্যি বাজতেই ফের রাজপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং সিলিন্ডারের জোগানে সঙ্কটের প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে পা মেলালেন তৃণমূলনেত্রী। মিছিলের অগ্রভাগে শুধুই প্রমীলা বাহিনী। মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে পা মেলালেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সায়নী ঘোষ, বিরবাহা হাঁসদা এবং রত্না চট্টোপাধ্যায়ের মতো নেত্রীরা। মাথায় প্রতীকী গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে অভিনব প্রতিবাদে শামিল হলেন কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক।

সোমবার দুপুরে কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলে কার্যত জনজোয়ার নামে। বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর এটাই ছিল তৃণমূলনেত্রীর প্রথম বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি। মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন তৃণমূলের প্রথম সারির নেতৃত্ব। ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত দীর্ঘ পথ হেঁটে মঞ্চে পৌঁছন মমতা। মিছিল শুরুর আগে থেকেই উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ চত্বরে ভিড় উপচে পড়ে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ব্রাত্য বসু, অরূপ বিশ্বাস, দেবাশিস কুমার ও কুণাল ঘোষের মতো নেতারাও। গত সপ্তাহেও এসআইআর ইস্যুতে মেট্রো চ্যানেলে টানা পাঁচ দিন ধর্না দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তার রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার জ্বালানির দাম নিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে বিঁধলেন তিনি। মিছিলে উপস্থিত মন্ত্রী শশী পাঁজা বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, 'যেভাবে আমাদের উপর হামলা হল তা বাংলার মানুষ দেখেছে। আইন আইনের পথে চলবে। এইভাবে গুন্ডামি করে বাংলা জেতা যাবে না।' উল্লেখ্য, গত ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রধানমন্ত্রীর সভার দিন শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে। সোমবারের এই পদযাত্রা শেষে ডোরিনা ক্রসিংয়ের মঞ্চ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিবাদে এই মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

লাভলি মৈত্র, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিলে পা মেলান সকলেই। রাজপথে এই বিশাল জনসমুদ্রকে ঘিরেই এখন সরগরম বাংলার রাজনীতি। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া ।

সাত শীর্ষকর্তাকে বদল করল নির্বাচন কমিশন
ডিজি ও সিপি পদে দায়িত্বে সিদ্ধিনাথ-অজয়

বাঁদিকে অজয়কুমার নন্দা ও ডানদিকে সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নজিরবিহীন প্রশাসনিক রদবদল ঘটাল নির্বাচন কমিশন। রবিবার মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরানোর পর সোমবার সকালে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে একযোগে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে সাত জন আইপিএস ও আইএএস অফিসারকে বদল করে দিল্লির নির্বাচন সদন স্পষ্ট বার্তা দিল, কর্তব্যে গাফিলতি বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজি (ভারপ্রাপ্ত) পদে আনা হয়েছে ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস সিদ্ধিনাথ গুপ্তকে। বিদায়ী ডিজি পীযূষ পাণ্ডেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ভোট সংক্রান্ত কাজে রাখা যাবে না বলে কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। একইসঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সুপ্রতিম সরকারকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অজয় নন্দকে। ১৯৯৬ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার মাওবাদী দমনে দক্ষ হিসেবে পরিচিত। এর আগে তিনি এসটিএফ-এর প্রথম আইজি এবং আসানসোল-দুর্গাপুরের কমিশনার হিসেবেও কাজ করেছেন। কমিশনের এই বদল তালিকায় রয়েছেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) বিনীত গোয়েলও। সম্প্রতি ফুল বেঞ্চের সফরে বিনীত কমিশনের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিলেন। তাঁর জায়গায় নতুন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) করা হয়েছে ১৯৯৫ ব্যাচের অজয় মুকুন্দ রানাডেকে। এছাড়া ডিজি (কারা) পদে আনা হয়েছে ১৯৯১ ব্যাচের নটরাজন রমেশ বাবুকে। প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে রদবদলের ধারা শুরু হয়েছিল রবিবার রাতেই। মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে আনা হয়েছে দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে। পদ খুইয়েছেন স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাও। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সংঘমিত্রা ঘোষ। কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার বিকেল ৩টের মধ্যেই নবনিযুক্ত আধিকারিকদের কাজে যোগ দেওয়ার রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ভোটের ফলাফল ৪ মে ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত অপসারিত কর্তারা কোনও নির্বাচনী দায়িত্ব সামলাতে পারবেন না। মূলত গত সপ্তাহে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সফরের সময় 'নার্কোটিক্স অ্যাডভাইসরি কমিটি' না থাকা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেই অসন্তোষেরই প্রতিফলন ঘটল এই ব্যাপক রদবদলে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। তবে লাভ নেই। যত ইচ্ছা রদবদল করুক। বাংলার মানুষের মন বদলাতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রীও বদলাতে পারবে না।' এবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দু'দফায় (২৩ ও ২৯ এপ্রিল) বিধানসভা ভোট হতে চলেছে। দফা কমানো হলেও প্রশাসনিক রাশ নিজেদের হাতে শক্ত করে ধরে সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত করাই এখন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য।

একরাশ ক্ষোভ উগরে তৃণমূল
ছাড়লেন আরাবুল ইসলাম

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ তৃণমূলের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন ভাঙড়ের দাপুটে আরাবুল ইসলাম। সোমবার ফুরফুরা শরিফ গিয়ে পীরজাদাদের উপস্থিতিতে এই বড় ঘোষণা করেন প্রাক্তন বিধায়ক। দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি সাফ জানান, 'আজ থেকে আমি তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করলাম। নতুন জীবন শুরু করছি।' আগামী দু'দিনের মধ্যেই নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করবেন তিনি। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, এবার হয়তো আইএসএফ-এর হাত ধরতে পারেন এই দাপুটে নেতা । জেলমুক্তির পর নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে চললেও যোগ্য সম্মান পাননি বলে দাবি আরাবুলের। বারবার অপমানে বিদীর্ণ নেতা এদিন সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'বারবার অপমান করেছে। আমি সেই অপমান মাথায় বসে থাকব না আর। তৃণমূলের কোনও নেতার সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকবে না আমার।' দলের তরফ থেকে আগে বহিষ্কার ও পাঁচবার জেল খটানো নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর আক্ষেপ, 'বহিষ্কার তো আগেও করেছে। পাঁচ বার জেলও খাটিয়েছে। শুধু বহিষ্কার করত। জেল খাটানোর দরকার ছিল না!' সূত্রের খবর, দলের কোনো নেতার প্রভাবে কোণঠাসা হয়েই এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন একদা দলের প্রাণভোমরা। ২০০৬ সালে বিধানসভায় পা রাখা এই নেতা ভাঙড়ের জনসমর্থন নিয়ে আজও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তাঁর কথায়, 'হাজার হাজার মানুষ এখনও পাশে আছে।' সবমিলিয়ে,দল ছাড়ার পর ভাঙড়ের রাজনীতির মোড় কোন দিকে ঘোরে, এখন সেটাই দেখার।

Naya Jamana Evening Edition..........9 October....adddddddd..._Layout 1 3/16/2026 5:07 PM Page 3

যোনি থেকে স্তন

নারীর শরীর

নিয়ন্ত্রণের আজব প্রথা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে দীর্ঘদিন ধরে নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণ বা গড়ে তোলার নানা প্রথা চালু রয়েছে। কোথাও শরীরের জোর করে পরিবর্তন, কোথাও স্বামীর মৃত্যুর পর কঠোর আচার;এসব প্রথা প্রায়শই নির্ধারণ করে দেয় একজন নারীকে কীভাবে দেখতে হবে, কীভাবে চলতে হবে বা কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে। এই ধরনের অনেক প্রথার উৎস রয়েছে পবিত্রতা, সৌন্দর্য, বিয়ের উপযুক্ততা, পারিবারিক সম্মান বা সামাজিক শৃঙ্খলার ধারণায়। যদিও কিছু সম্প্রদায় এগুলিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে দেখেন, মানবাধিকার কর্মীরা ক্রমশ এসব প্রথার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতির দিকটি সামনে আনছেন।বর্তমানে শিক্ষা, আইনি সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক প্রচারের ফলে এই প্রথাগুলির বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ছে। তবুও পৃথিবীর কোটি কোটি মহিলা ও কিশোরী এখনও এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এতে অ-চিকিৎসাজনিত কারণে মহিলার বাহ্যিক যৌনাঙ্গ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কেটে ফেলা হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। হু -এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে জীবিত ২৩ কোটিরও বেশি মহিলা ও মেয়ে এই প্রথার শিকার। এটি প্রধানত আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার কিছু অঞ্চলে প্রচলিত। সাধারণত শিশুকাল থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে এই প্রক্রিয়া করা হয়। এর কোনও চিকিৎসাগত উপকারিতা নেই, বরং মারাত্মক রক্তপাত, সংক্রমণ, প্রসবের জটিলতা এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি করে। শারিরীক গঠনের অগ্রগতি ধীর হলে শুধু ২০২৬ সালেই প্রায় ৪৫ লক্ষ মেয়ে এই প্রথার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।আরেকটি তুলনামূলক কম পরিচিত কিন্তু ক্ষতিকর প্রথা হল স্তন চেপে সমতল করার প্রথা। এতে একটি কিশোরীর বাড়তে থাকা স্তন গরম বা শক্ত বস্তু দিয়ে চাপ দিয়ে বা পিটিয়ে ছোট করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রথা প্রধানত ক্যামেরুন এবং কিছু প্রবাসী সম্প্রদায়ে দেখা যায়। অনেক সময় মা বা ঠাকুমা মনে করেন এতে মেয়েটি যৌন হয়রানি, অল্প বয়সে গর্ভধারণ বা জোর করে বিয়ে থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু চিকিৎসকরা সতর্ক করেছেন যে এতে তীব্র ব্যথা, সংক্রমণ, টিস্যুর ক্ষতি এবং দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাত হতে পারে।কিছু সমাজে আবার বড় শরীরের গঠন সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এই প্রথায় বিয়ের আগে মেয়েদের মোটা করার জন্য জোর করে প্রচুর খাবার খাওয়ানো হয়। এটি প্রধানত পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে দেখা যায়। অনেক সময় পাঁচ বছর বয়সী মেয়েকেও দিনে ১৪,০০০,১৬,০০০ ক্যালরি পর্যন্ত খেতে বাধ্য করা হয়। খাবার খেতে অস্বীকার করলে শাস্তিও দেওয়া হয়। এতে বোঝা যায় সৌন্দর্যের সামাজিক মানদণ্ড কীভাবে শিশুদের উপর শারীরিক চাপ তৈরি করতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পরও অনেক সমাজে মহিলাদের কঠোর আচার মানতে হয়। আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে বিধবাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা, পবিত্রতা প্রমাণের পরীক্ষা নেওয়া, বা অপমানজনক আচার পালন করানো হয়। কোথাও আবার বিধবা উত্তরাধিকার প্রথা রয়েছে;যেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভাই বা আত্মীয়ের সঙ্গে বিধবাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে তযৌন শুদ্ধিকরণদ নামে পরিচিত আচারও আছে, যেখানে স্বামীর আত্মা দূর করার নামে বিধবাকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করতে বাধ্য করা হয়। এসব প্রথা মহিলাদের সামাজিক কলঙ্ক, হিংসা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু সম্প্রদায়েও শরীর নিয়ে বিশেষ প্রথা রয়েছে। এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মহিলারা ছোটবেলা থেকেই গলায় পিতলের রিং পরেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও রিং যোগ করা হয়, ফলে গলা দীর্ঘ দেখায়। বাস্তবে গলা লম্বা হয় না; রিংয়ের ওজন কলারবোন ও পাঁজর নিচের দিকে ঠেলে দেয়। এই প্রথা অনেকের কাছে সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হলেও সমালোচকরা বলেন এতে পেশির চাপ ও শারীরিক অস্বস্তি তৈরি হতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের প্রথা দীর্ঘদিন টিকে থাকে সামাজিক চাপ, প্রাচীন বিশ্বাস এবং বিয়ে বা অর্থনৈতিক প্রত্যাশার কারণে। অনেক পরিবার মনে করে তারা মেয়েদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করছে বা সমাজের সম্মান রক্ষা করছে। কিন্তু এসব প্রথা মানতে অস্বীকার করলে অনেক সময় সামাজিক বর্জন বা বিয়ের সম্ভাবনা কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবুও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন সরকার ও স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে কাজ করে এসব ক্ষতিকর প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করছে।বিশ্বের অনেক দেশে সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রথা ধীরে ধীরে কমছে। লিঙ্গসমতা, মানবাধিকার এবং মহিলার নিজের শরীরের উপর অধিকার নিয়ে নতুন আলোচনা সমাজকে পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

১ টাকায় ‘প্রিমিয়াম কোয়ালিটি’র জুতো !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মাত্র ১ টাকায় জুতো! তাও আবার কিনা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। আর তা কিনতেই একেবারে হুড়োহুড়ি অবস্থা। এমনকী দোকানের সামনে ভিড় এতটাই বেড়ে যায় যে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। ক্রমশ হাতের বাইরে যেতে থাকে পরিস্থিতি! এই অবস্থায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই লাঠিচার্জ করে পুলিশ। রবিবার ঘটনাটি ঘটে কেরালার কোঝিকোড়ে। ইতিমধ্যে দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করেছে কেরল পুলিশ।সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কেরলের কোঝিকোরের একটি জুতোর দোকান এমন বিজ্ঞাপন দেয়। যেখানে বলা হয়, মাত্র ১ টাকায় প্রিমিয়াম কোয়ালিটির জুতো দেওয়া হবে। তবে তা দেওয়া হবে প্রথম ১০০ জনকে! সেই বিজ্ঞাপন একেবারে ঝড়ের গতিতে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। আর তা দেখে কেরলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশ মানুষ জড়ো হন ওই জুতোর দোকানে। এমনকী শনিবার গভীর রাত থেকে মানুষজন মাত্র ১ টাকায় জুতো কেনার জন্য লাইন দিতে শুরু করেন। সময় যত গড়ায় লাইন আরও দীর্ঘ হতে শুরু করে। পুলিশের দাবি, দোকান খোলার আগে থেকেই কয়েকশ মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েন লাইনে। আর তা ঘিরে একেবারে চরম বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয়। একটা সময় ওই জুতোর দোকানের বাইরে একেবারে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করতেও বাধ্য হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্তব্ধ হয়ে যায় ওই এলাকার যান চলাচলও। ঘটনার পরেই ওই জুতোর মালিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের আরও দাবি, অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে ওই জুতোর দোকানের মালিক আগাম কোনও ব্যবস্থা করেননি। এহেন পরিস্থিতির জন্যেই ওই জুতোর দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এবার গান শুনতে শুনতেই মাপতে পারবেন হৃদস্পন্দন !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ প্রযুক্তির দুনিয়ায় আবারও নতুন চমক। এবার বাজারে আসতে চলেছে এক স্মার্ট হেডফোন বা ইয়ারবাড। যা শুধু গান শোনার কাজই করবে না, একইসঙ্গে ব্যবহারকারীর হৃদস্পন্দন এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা পর্যন্ত মাপতে পারবে। এই নতুন ইয়ারবাড সিরিজের নাম নোভাপডস। এই গ্যাজেট নিয়ে প্রযুক্তি মহলে ইতিমধ্যেই বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে।এই কানের হেডফোন তৈরি করছে এআই প্লাস নামে একটি প্রযুক্তি সংস্থা। সংস্থাটির নেতৃত্বে রয়েছেন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা মাধব শেঠ। স্মার্টফোনের পাশাপাশি এখন তারা অডিও ও অন্যান্য স্মার্ট গ্যাজেটের বাজারেও নিজেদের জায়গা তৈরি করতে চাইছে। নোভাপডস সেই পরিকল্পনারই একটি অংশ।কী কী ধরনের মডেল আসছে? নোভাপডস সিরিজে মোট পাঁচ ধরনের কানের হেডফোন আনা হচ্ছে। যা হল নোভাপডস গো, নোভাপডস এয়ার, নোভাপডস প্রো, নোভাপডস বিটস, নোভাপডস ক্লিপস। প্রতিটি মডেল আলাদা ধরনের ব্যবহারকারীর কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। যেমন ‘গো’ মডেলটি হালকা ও সহজে বহনযোগ্য। ‘এয়ার’ মডেলে আরামদায়ক নকশা এবং ভাল শব্দ শোনার সুবিধা থাকবে। আর ‘প্রো’ মডেলে উন্নত মানের শব্দ এবং বাইরের আওয়াজ কমানোর প্রযুক্তি থাকবে।কানের হেডফোনেই মিলবে স্বাস্থ্য তথ্য। এই সিরিজের সবচেয়ে আলোচিত মডেল হল নোভাপডস বিটস।

এতে বিশেষ সেন্সর থাকবে, যার সাহায্যে ব্যবহারকারীর হৃদস্পন্দন এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মাপা যাবে। অর্থাৎ গান শুনতে শুনতেই নিজের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য তথ্য জানা সম্ভব হবে।

এখনও পর্যন্ত এই ধরনের সুবিধা সাধারণত স্মার্ট ঘড়ি বা ফিটনেস ব্যান্ডে দেখা যেত। কিন্তু এবার সেই প্রযুক্তি কানের হেডফোনেও যুক্ত করা হচ্ছে। বিশেষ সেন্সরের মাধ্যমে কানের ভেতরের রক্তপ্রবাহের পরিবর্তন দেখে এই তথ্য জানা সম্ভব হবে।দাম কত হতে পারে? সংস্থার দাবি, নোভাপডস সিরিজের এই গ্যাজেটগুলো তুলনামূলকভাবে সস্তা দামে বাজারে আনা হবে। কিছু মডেলের দাম প্রায় ৭০০ টাকা থেকে শুরু হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে গ্যাজেট শুধু বিনোদনের জন্য নয়, মানুষের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণেও বড় ভূমিকা নেবে।

নোভাপডস সেই নতুন দিকেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আগামী দিনে কানের হেডফোন শুধু গান শোনার যন্ত্র থাকবে না। বরং তা ধীরে ধীরে স্মার্ট স্বাস্থ্য প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে।

রেঞ্জ অফিসেই কাঠ ব্যবসায়ীকে মারধর, ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ রেঞ্জ অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের নামে কাঠ ব্যবসায়ীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়িতে। অভিযুক্ত বন দফতরের এক মহিলা বিট অফিসার। ঘটনার প্রতিবাদে রেঞ্জ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন কাঠ ব্যবসায়ীরা। জানা গেছে, গত বুধবার রাতে কামাখ্যাগুড়ির বাংলা চৌপথী সংলগ্ন এলাকা থেকে কাঠ বোঝাই একটি ভুটভুটি আটক করে বন দফতরের কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল (ইস্ট) রেঞ্জ। ওই ভুটভুটিতে স্থানীয় ব্যবসায়ী নারায়ণ রায়ের জোতকাঠ ছিল বলে জানা যায়। পরদিন বৃহস্পতিবার নারায়ণ রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রেঞ্জ অফিসে ডাকা হয়। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল (ইস্ট) রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার শাহ এবং কোচবিহার জেলার আটিয়ামোচর বিটের বিট অফিসার পাঞ্চালি রায়। অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের নামে রেঞ্জ অফিসারের নির্দেশেই বিট অফিসার পাঞ্চালি রায় লাঠি দিয়ে নারায়ণ রায়কে বেধড়ক

মারধর করেন। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এদিন বিকেলে রেঞ্জ অফিসে জড়ো হন সারা বাংলা জোতকাঠ ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। রেঞ্জ অফিস ঘেরাও করে শুরু হয় বিক্ষোভ। মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। জোতকাঠ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হায়দার আলি অভিযোগ করে বলেন,বন দফতর আমাদের মতো সাধারণ জোতকাঠ ব্যবসায়ীদের অযথা হয়রানি করছে। গতকাল এক ব্যবসায়ীকে মারধর করা হয়েছে। এর তীব্র প্রতিবাদেই আমরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। অন্যদিকে আক্রান্ত ব্যবসায়ী নারায়ণ রায়ের দাবি, যে ভুটভুটি ধরা হয়েছে তাতে সব বৈধ জোতকাঠই ছিল। অথচ আমাকে ডেকে এনে রেঞ্জ অফিসারের নির্দেশে বিট অফিসার মারধর করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষমেশ অভিযুক্ত রেঞ্জ অফিসার ও বিট অফিসার নারায়ণ রায়ের কাছে ক্ষমা চান বলে জানা গেছে। এরপরই বিক্ষোভ তুলে নেন কাঠ ব্যবসায়ীরা। তবে গোটা ঘটনাকে ঘিরে বিতর্ক বাড়লেও এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি রেঞ্জ অফিসার বা অভিযুক্ত বিট অফিসার। ফলে বন দফতরের তরফে সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

চা শ্রমিকদের কাছে তৃণমূলের উন্নয়ন বার্তা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ভোট ঘোষণা হওয়ার পর উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে রাজনীতি সরগরম। সোমবার এই এলাকার একাধিক চা বাগানের গেটে তৃণমূল কংগ্রেসের গেট মিটিং হয়েছে। মূলত চা শ্রমিকদের সমস্যা ও উন্নয়নের বিষয় নিয়ে এই সভা আয়োজন করা হয়। এই সভার আয়োজন করেছে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। সভায় শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, তাঁদের দাবি শোনা হয়েছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরা হয়েছে। নেতারা জানিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনে চা শ্রমিকদের উন্নয়নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সভায় বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য, পরিবহণ এবং আবাসনের মতো কাজে উন্নতি হয়েছে। নতুন বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে, হাসপাতাল ও শ্রমিকদের থাকার জন্য গ্রেস হাউস তৈরি করা হয়েছে। নেতাদের দাবি, চলতি বছরের জানুয়ারিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোরও আশ্বাস দিয়েছিলেন। নতুন সরকার এক মাসের মধ্যে দৈনিক মজুরি ২৫০ থেকে ৩০০ টাকায় বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ডুয়ার্স,তরাইয়ের চা বাগান এলাকায় লক্ষাধিক ভোটার থাকায় এখানে ভোট খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভোটের আগে সব রাজনৈতিক দলই এই এলাকায় নিজের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

ভোট ঘোষণার রাতে দিনহাটায় হিংসা, রক্তাক্ত তৃণমূল যুবনেতা

নয়া জামানা ,কোচবিহার ঃ দিনহাটায় ভোট ঘোষণার রাতেই রাজনৈতিক সহিংসতা ছড়াল। বিজেপি নেতাদের ধারাল অস্ত্রের হামলার শিকার হয়ে জখম হলেন তৃণমূল যুবনেতা। আহত নেতাকে বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও বিজেপি পক্ষ হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জখম যুবনেতা সায়ন চক্রবর্তী, যিনি ভিলেজ-টু গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭৭ নম্বর বুথের তৃণমূল যুব সভাপতি, জানিয়েছেন যে রবিবার সন্ধ্যায় তিনি ব্যক্তিগত কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে তরোয়াল নিয়ে হামলা চালায় বিজেপি নেতারা। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার মাঝখানে পড়ে যান তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সায়ন চক্রবর্তী বলেন, ভিলেজ ১-এর অঞ্চল সভাপতি পরিমল বর্মনের ভাই প্রদীপ বর্মন এবং

অঞ্চল কনভেনার দীপেন চক্রবর্তীর শ্যালক আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে। আমার উপর সরাসরি তরোয়াল দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। আমার যদি কিছু হয়, তাদেরই দায় থাকবে। ঘটনার পর বিজেপি পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনার বিস্তারিত খতিয়ে দেখছে। এদিকে, রবিবারই পশ্চিমবঙ্গসহ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। দিল্লির বিজ্ঞানভবন থেকে সাংবাদিকদের জানান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, বাংলায় ভোটগ্রহণ হবে দুই ধাপে, প্রথম ধাপ ২৩ এপ্রিল, দ্বিতীয় ধাপ ২৯ এপ্রিল। ভোট গণনা ৪ মে। তিনি বারবার হিংসামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। নির্বাচন কমিশন সকল ভোটকর্মী ও পুলিশকর্মীকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা স্পষ্ট, ভোট ঘোষণার রাতেই দিনহাটায় ঘটেছে এই সহিংস ঘটনা। রাজনৈতিক মহলে এই হামলা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই শুভেন্দুর নামে দেওয়াল লিখন

নয়া জামানা , নন্দীগ্রাম ঃ ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর নামে দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে। ভেকুটিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে শুভেন্দুর নাম উল্লেখ করে লিখন করা হচ্ছে। বিজেপি সমর্থকরা দাবি করছেন, নন্দীগ্রাম থেকে ভোটে লড়বেন শুভেন্দু ।ভোট এবারে দুই দফায় অনুষ্ঠিত হবে;২৩ এবং ২৯ এপ্রিল। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হলেও প্রার্থী তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। সূত্রের খবর, সিপিএম সোমবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে। মঙ্গলবার বা একই দিনে তৃণমূল ও বিজেপিও প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে ।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ভবানীপুরকে জল্পনার কেন্দ্র বলছেন। এই কেন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী মমতাকে ১,৯৫৬ ভোটে হারান। পরবর্তীতে উপনির্বাচনে মমতা ভবানীপুর থেকে ৫৮,৮৩৫ ভোটে জয়ী হন ।বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, এবার কি বিজেপি শুভেন্দুকে ভবানীপুরে প্রার্থী করবে। যদিও শুভেন্দু নিজে জানিয়েছেন, তিনি নন্দীগ্রামে লড়বেন।

তবে সম্প্রতি ভবানীপুরের প্রসঙ্গ টেনে বারবার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এপ্রিলের পর মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় বসে থাকবে। নন্দীগ্রামে হারিয়েছিলাম, এবার ভবানীপুরে হারাব ।রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্যে ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোট যুদ্ধকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দফায় দফায় নির্বাচনী উত্তাপ বেড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে।

চোরের উড়াল অভিযান, গাছের মগডায় শেষ গ্রেপ্তার

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির সানু পাড়ায় এক অদ্ভুত ঘটনায় পুরো গ্রাম থমথমে অবস্থা। খবর মিলেছে, এক অভিযুক্ত চোর বাবাজি স্থানীয় একটি বাড়ি থেকে টাকা চুরি করার অভিযোগে ধরা পড়েন। কিন্তু ধরতে গেলে ? বাবাজি চমকপ্রদ কৌশল দেখিয়ে দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা করেন ।পুলিশের ধাওয়া-বাঁধা এড়িয়ে তিনি গ্রামের এক বড় গাছের মগডায় উঠেই ফেলেন! আর সেই সময় গাছের নিচে জমে যায় উত্তেজিত জনতার ভিড়। চিৎকার, ডাকাডাকি আর হাসি-মশকরা;সবই মিলিয়ে পরিস্থিতি যেন এক নাটকীয় দৃশ্য ।শেষ পর্যন্ত দমকল বাহিনী এসে গাছের ওপর উঠে অভিযুক্ত বাবাজিকে

নিরাপদে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এমন চমকপ্রদ তউড়ালদ তারা আগে কখনো দেখেননি। পুলিশ এবং দমকলের দ্রুত পদক্ষেপের কারণে বড় কোনো দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় ।এবার থেকে সানু পাড়ার গ্রামের মানুষদের মধ্যে গাছের মগডা যেন এক অদ্ভুত তসতর্কবার্তাদ হয়ে উঠেছে;যেখানে চোরেরা বাঁচার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত আইন থাকে অদম্য!

নয়া জামানা
১৬ মার্চ ২০২৬

দুর্গাপুরে দেবী চৌধুরানির মন্দিরে সেই রহস্যময় সুড়ঙ্গের গল্প

দেবী চৌধুরানির কথা বললে উত্তরবঙ্গের দিকেই চলে যায় আমাদের চোখ। উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েকটি দেবী চৌধুরানির মন্দির রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় শিকারপুর চা বাগানের মন্দিরটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। পাশাপাশি, গোশালা মোড়ে এবং পাতলিভাষা অঞ্চলের কালীর বাড়ি এলাকাতেও দেখা যায় দেবী চৌধুরানির মন্দির। তবে দক্ষিণবঙ্গের একটি মন্দিরের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে দেবী চৌধুরানির নাম। খানিকটা লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছে সেটি। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারের অম্বুজা আবাসন এলাকায় তার অবস্থান। স্থানীয় মানুষ একে ভবানী পাঠক আর দেবী চৌধুরানির মন্দির বলেই চেনেন।এই মন্দিরে পূজিতা হন মা কালী। জায়গাটা বেশ গা ছমছমে। লোকমুখে শোনা যায়, মন্দিরটি পাল-সেন যুগে তৈরি হয়েছিল। ভবানী পাঠক এবং তাঁর বিদ্রোহী দলের ঘাঁটি ছিল এটি। এই মন্দিরের পুজোতে দেবী চৌধুরানিও অংশ নিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসের গুণে তাঁকে আমরা সবাই চিনি। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ‘দেবী’, আর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘ডাকাত’ আখ্যা দিয়েছিল। এই মন্দিরে পুজো দিয়ে ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীদের সংগৃহীত খাজনা লুঠ করতে বেরোতেন ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানি। তারপর গরিবদের বিলিয়ে দিতেন সেই লুঠ করা অর্থ এবং জিনিসপত্র।

দেশের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা। মন্দিরের প্রবেশপথে এবং মায়ের বেদিতে এখনও খোদাই করা আছে দেশপ্রেমের মন্ত্র, জয় ভারতবর্ষম্ । পুরোনো রীতি মেনে শ্যামাপূজার আগের দিন ভূত চতুর্দশীর রাতে এখানে বাৎসরিক কালীপুজো হয়। প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় সেদিন।ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানি যে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন, তার মূল কেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে তখনকার রংপুর, বগুরা, দিনাজপুর, কোচবিহার, ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ এলাকা। তাহলে দুর্গাপুরের এই মন্দিরের সঙ্গে দেবী চৌধুরানির নাম কীভাবে জড়িয়ে গেল? আসলে দেবী চৌধুরানি বা প্রফুল্লর বাপের বাড়ি ছিল বর্ধমান।

স্বামীর মৃত্যু হলে প্রফুল্ল তাঁর বাপের বাড়িতেই ফিরে এসেছিলেন। মন্দিরের পাশে একটি গোপন সুড়ঙ্গ আছে। তার খোলা মুখটি এখনও দেখা যায়। গবেষকরা বলেন, মুঘল যুগের শেষ দিকে বানানো হয়েছিল এই সুড়ঙ্গ। ইংরেজ আমলে বিদ্রোহীরা আত্মগোপনের জন্য সুড়ঙ্গটি ব্যবহার করতেন।

আবার জল সরবরাহের কাজেও এই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করা হত। মন্দিরের পেছনে একটি মজে যাওয়া সরোবর আছে। তার নাম ইছাই সরোবর। এক সময়ে এখানে টলটলে জল ছিল। এই সরোবরের মাছ দিয়ে মা কালীর ভোগ রাঁধা হত। এখন মন্দিরে কেবল নিরামিশ ভোগই দেওয়া হয়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।